সমকাল

তারিখ 09 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

এসএসসি পরীক্ষা শেষ কবে

■ সাব্বির নেওয়াজ

এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার দশা হয়েছে অনেকটা ছোটগল্পের মতোই। অনেকটা 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। শুরু থেকেই দফায় দফায় পেছানো ও স্থগিত হওয়ার মধ্যে চলা এ পরীক্ষার এখনও বাকি ২৫টি বিষয়ের পরীক্ষা। এ পরীক্ষাগুলো নিতে শিক্ষা বোর্ডগুলোর আরও কমপক্ষে ৬ দিন সময় দরকার। চলতি মাসেই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শেষ করে আগামী ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর তাড়া রয়েছে তাদের।

- এখনও বাকি ৬ দিনের ২৫টি বিষয়ের পরীক্ষা
- মানসিক চাপে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও

দফায় দফায় পরীক্ষা পেছানোর কারণে কার্যত 'ক্ষুব্ধ' ও 'বিরক্ত' পরীক্ষার্থীরাও মুষড়ে পড়েছে। পুরো মনোযোগ দিয়ে কোনো একটি পরীক্ষাও দিতে পারেনি তারা। ঢাকার বাইরে দ্বিগুণ উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় ভর করে পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হতে হয়েছে তাদের। কেন্দ্র থেকে বাড়িতে ফেরার পথেও ছিল একই দুশ্চিন্তা। সমকালের সঙ্গে আলাপকালে একাধিক পরীক্ষার্থী বলেছে, এসএসসি ও এইচএসসির প্রাপ্ত নম্বর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে কাজে লাগে। রাজনৈতিক হাঙ্গামায় তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন যেনতেনভাবে পরীক্ষা শেষ হলেই বাঁচে। টেনশনে রয়েছেন দেশের ১২ লাখ এইচএসসি পরীক্ষার্থীও।

রুটিন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অবরোধের মধ্যে হরতালের কারণে এ পর্যন্ত চলতি এসএসসির ১৪ দিনের মোট ২৭৬টি বিষয়ের পরীক্ষা পিছিয়েছে। এক বিষয়ের পরীক্ষাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নিতে নিতেই নতুন করে ডাকা হরতালের কারণে সে পরীক্ষা স্থগিত বা পিছিয়ে গেছে। আবার নতুন করে অন্য বিষয়ের প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। সেটিও আবার পিছিয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক) তপন কুমার সরকার সমকালকে বলেন, এসএসসিতে একজন শিক্ষার্থীকে মোট ১২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। এ পর্যন্ত একেকজন পরীক্ষার্থীর আটটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকি বিষয়গুলোর পরীক্ষার তারিখে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নুন স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী শবনম আরাবী শমী সমকালকে বলে, "এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে ছয় মাস ধরেই চাপে আছি। সবার বোঝা উচিত যে বোর্ড পরীক্ষার বহু আগে থেকেই পরীক্ষার্থীদের 'পরীক্ষা' শুরু হয়ে যায়। আর ভালো লাগে না। এই মানসিক চাপ আর নিতে পারছি না।" মনিপুর বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী সানজানা ইসলাম প্রমী বলে, 'যেনতেনভাবে পরীক্ষা শেষ হলেই এখন বাঁচি।' খুলনার খালিশপুরের রোটারি স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী রুমেল আহমেদ জানায়, এ মাসের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে বলে তারা আশা করছে। শিক্ষামন্ত্রীও তাদের একই আশ্বাস দিয়েছেন বলে টিভিতে তারা দেখেছে।

রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অবরোধ ও হরতালের মধ্যে এবার এসএসসির পরীক্ষাগুলো শুধু ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার নেওয়া হচ্ছে। সারাদেশের ২৭ হাজার ৮০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৬৬ শিক্ষার্থী চলতি এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

উদ্বিগ্ন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও : এদিকে এখনও শুরু না হলেও চাপের মুখে পড়েছেন আসন্ন এইচএসসি ও সমমানের ১২ লাখ পরীক্ষার্থীও। এ পরীক্ষার সব বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা ১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে চলবে ২৮ মে পর্যন্ত। আর ব্যবহারিক পরীক্ষা ১ জুন শুরু হয়ে শেষ হবে ১৪ জুন। আর এর আগ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট টানা হরতাল চালু রাখলে এসএসসির লিখিত পরীক্ষা শেষ হলেও ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

এসএসসি পরীক্ষা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

শেষ হবে না ব্যবহারিক পরীক্ষা। ফলে একই দিন এসএসসির কারণে নিশ্চিতভাবেই পিছিয়ে যাবে এইচএসসি পরীক্ষার শুরুও।

অভিভাবকরা জানান, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা হলে যেসব পরীক্ষার ফাঁকে কম সময় থাকে সেগুলোর প্রস্তুতি আগে থেকেই নিয়ে রাখা যায়। কিন্তু পরীক্ষা স্থগিত হলে দেখা যায়, পরপর তিন-চারটি পরীক্ষা পড়ে যায়। এতে কোনো বিষয়েই ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায় না। এতে করে হরতালের চিন্তায় কোন বিষয়ে বেশি প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে সেটা ঠিক করতে পারছে না ছেলেমেয়েরা।

হরতালের কারণে পরীক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের এই দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, হরতালের কারণে পরীক্ষা পেছালে ছেলেমেয়েদের আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দেয়। এভাবে হরতাল চললে শিক্ষার্থীরা যোগ্য নেতৃত্বগুণ নিয়ে বড় হতে পারে না। এতে প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমকালের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ মাসের মধ্যেই যে কোনো মূল্যে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।